

বাংলা সাহিত্য: মাস্টার চার্ট ও কুইক রিভিশন

UGC NET/SET POCKETBOOK



- বিভ্রান্তিকর তথ্যের তুলনামূলক চার্ট • ইউনিট ১ - ১০: সাল, তারিখ ও চরিত্রের ডেটাবেস
- লাস্ট মিনিট রিভিশন টিপস • পরীক্ষার আগের রাতের মহৌষধ

Book Title: BAIO Bengali Master Pocketbook: Master Charts & Quick Revision for NET-SET

সম্পাদনা: BAIO Learn Together

কপিরাইট: © BAIO Learn Together, 2026

ISBN: 978-81-995175-7-8

প্রথম সংস্করণ: 10/02/2026

প্রকাশনা বিবরণ:

প্রকাশক: BAIO PUBLICATION

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ: BAIO

প্রচ্ছদ নকশা: BAIO

Product Form: Paperback / softback

বিঃদ্রঃ

এই বইটি UGC NET/WB SET পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। বইটির কোনো অংশই অনুমতি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে শেয়ার, স্ক্যান, ফটোকপি বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যাবে না। ভারতীয় Copyright Act, 1957 এবং সাইবার ক্রাইম আইন অনুযায়ী, বইটির অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

© All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the copyright holder.

যোগাযোগ:

BAIO Learn Together

অ্যাপ: BAIO Learn Together ফোন: +91 912366 9664

ইমেইল: bengaliallione@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.bengaliallinone.com

© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এই প্রকাশনার কোনো অংশই প্রকাশক ও কপিরাইট ধারকের পূর্বানুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ বা কোনো মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে না।

মূল্য: [বইটি শুধু BAIO-র ছাত্রছাত্রীদের জন্য]

সূচি

ক্রম	বিষয়বস্তু (ইউনিট ভিত্তিক)	পৃষ্ঠা	ক্রম	বিষয়বস্তু (ইউনিট ভিত্তিক)	পৃষ্ঠা
ইউনিট - ১	বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	৩-৪	ইউনিট - ৬	নাটক ও প্রহসন	২৭-৩৩
ইউনিট - ২	প্রাগৈতিহাসিক বাংলা সাহিত্য	৪-৭	ইউনিট - ৭	প্রবন্ধ ও সাময়িকপত্র	৩৩-৩৯
ইউনিট - ৩	আধুনিক বাংলা কবিতা (টেক্সট ফোকাসড)	৭-১৩	ইউনিট - ৮	রবীন্দ্রসাহিত্য	৩৯-৪৫
ইউনিট - ৪	বাংলা উপন্যাস (সামগ্রিক চার্ট)	১৩-১৬	ইউনিট - ৯	ছন্দ ও অলঙ্কার	৪৫- ৪৭
ইউনিট - ৫	ছোটগল্প (লেখক ও গল্পভিত্তিক তথ্য)	১৬-২৬	ইউনিট - ১০	কাব্যতত্ত্ব (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য)	৪৭-৪৯

সাল ও তারিখ মনে রাখার কিছু বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশল

১. চাক্ষুঃ বা গুচ্ছ পদ্ধতি (Chunking Method) মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন সংখ্যা মনে রাখতে পারে না, কিন্তু 'গুচ্ছ' বা গ্রুপ মনে রাখতে পারে। সোর্সের তথ্যগুলো ব্যবহার করে দশক অনুযায়ী বা বিষয় অনুযায়ী সালগুলো ভেঙে নিন: - একই সালের ঘটনা: ১৯১৬ সালটি একটি 'ম্যাজিক ইয়ার' হিসেবে মনে রাখুন। - চর্যাপদ প্রকাশ (১৯১৬)। - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশ (১৯১৬)। - রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে ও চতুরঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ (১৯১৬)। - দশক বিভাজন (Decade Grouping): আধুনিক উপন্যাসের চার্ট থেকে ১৯৫০-এর দশকের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলো এক গুচ্ছে ফেলুন: - দোঁড়াই চরিত মানস (১৯৪৯-৫১)। - তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬)। নির্বাস (১৯৫৯)।	২. ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে 'অ্যাঙ্কর' করা (Contextual Anchoring) সাল মুখস্থ না করে সেটিকে একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে 'নোঙর' (Anchor) করে দিন। সোর্সে এর চমৎকার উদাহরণ আছে: ১৯৪৩-এর মঞ্চস্তর = ১৯৪৪-এর নবান্ন: বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকটি ১৯৪৪ সালে অভিনীত হয়। মনে রাখবেন, এটি ১৯৪৩-এর মঞ্চস্তর ও ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের ঠিক পরেই লেখা। ১৮৭৬-এর আইন = ১৯৭৩-এর নাটক: উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার (১৯৭৩) মনে রাখতে হলে ১৮৭৬ সালের 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন'-এর পটভূমি মনে রাখুন। সালটি ১৮৭৬-এর প্রায় ১০০ বছর পরে। ১৭৫৭-এর পলাশী = ১৭৬০-এর মৃত্যু: ভারতচন্দ্রের মৃত্যু ১৭৬০ সালে। এটি মনে রাখতে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) ৩ বছর পর—এই সূত্রটি ব্যবহার করুন।	৩. শ্লোক বা আর্থডটীয় পদ্ধতি (Verse/Coding Method) প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদরা সংখ্যার বদলে শব্দ ব্যবহার করতেন। আপনার সোর্সে মধ্যযুগের কাব্যের জন্য এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি দেওয়াই আছে। এটি মুখস্থ করলে অঙ্ক কষে সাল বের করা যায়: - চণ্ডীমঙ্গল: "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা"। (রস=৬, বেদ=৪, শশাঙ্ক=১)। উল্টো করলে ১৪৬৬ শকাব্দ + ৭৮ = ১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দ। - অন্নদামঙ্গল: "বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিক্রপিল"। (বেদ=৪, ঋষি=৭, রস=৬, ব্রহ্ম=১)। ১৬৭৪ শকাব্দ + ৭৮ = ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দ।
৪. ক্রমিক ধারা বা 'ফ্লো-চার্ট' (Sequential Flow) বিচ্ছিন্ন সাল মনে না রেখে ক্রম মনে রাখা সহজ। সোর্স -এর সাময়িকপত্রগুলো একটির পর একটি সাজান: - সূত্র: তত্ত্ব (১৮৪৩) → বঙ্গ (১৮৭২) → সবুজ (১৯১৪) → কল্লোল (১৯২৩)। - তত্ত্ববোধিনী থেকে বঙ্গদর্শন = প্রায় ৩০ বছরের গ্যাপ। - বঙ্গদর্শন থেকে সবুজপত্র = ৪২ বছর। - সবুজপত্র থেকে কল্লোল = ৯ বছর।	৫. দৃশ্যকল্প বা ভিজ্যুয়াল অ্যাসোসিয়েশন (Visual Association) সোর্সের কিছু সুনির্দিষ্ট তারিখ মনে রাখতে সেই ঋতু বা ঘটনার ছবি কল্পনা করুন: - ঈশ্বরগুপ্তের 'তপসে মাছ': তারিখ ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৬। কল্পনা করুন, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড গরমে (৩১ তারিখ মানে মাসের শেষ) তপসে মাছ খাওয়া হচ্ছে। 'আনারস' কবিতা: ২৮ আষাঢ়, ১২৫৬। আষাঢ় মানেই বর্ষাকাল এবং আনারসের মরসুম। জীবনানন্দের 'হায় চিল': চৈত্র, ১৩৪২। চৈত্র মাসের দুপুরে চিল ডাকছে—এই ছবিটি মনে রাখলে সালও মনে থাকবে।	৬. সমান্তরাল তুলনা (Parallel Comparison) বিভ্রান্তি এড়াতে দুটি কাছাকাছি সালকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করুন (সোর্স ও অনুযায়ী): চৈতন্য জীবনী: চৈতন্যভাগবত (১৫৪৮) আগে, চৈতন্যচরিতামৃত (১৬১৫) অনেক পরে। অনুবাদ: কাশীদাসী মহাভারত মুদ্রণ (১৮০১-০৩) এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রণ (১৮০২)—অর্থাৎ দুটিই শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত।

Unit - 1 (বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ)

চার্ট ১: ভারতীয় আর্যভাষার কালক্রম ও মূল বিবর্তন (এই অংশ থেকে সাল এবং মূল ধ্বনিগত পরিবর্তনের ক্রম মনে রাখা জরুরি)

পর্যায়	সময়কাল	প্রধান নিদর্শন	মূল ধ্বনিগত পরিবর্তন (Key Shift)
প্রাচীন ভারতীয় আর্য (OIA)	১৫০০ খ্রি: পূ: - ৬০০ খ্রি: পূ:	বেদ (ঋগ্বেদ), উপনিষদ	যুক্তব্যঞ্জন (Compound Consonants): অক্ষুণ্ণ ছিল (যেমন—ধর্ম, কর্ম),। স্বরাধাতের প্রভাবে গুন, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হত।
মধ্য ভারতীয় আর্য (MIA)	৬০০ খ্রি: পূ: - ৯০০ খ্রি: পূ:	পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ	সমীভবন (Assimilation): যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে যুগ্মব্যঞ্জন বা সমব্যঞ্জন হয় (ধর্ম > ধম্ম, কর্ম > কম্ম)। ঋ, ঌ, ঐ, ও লোপ পায়।
নব্য ভারতীয় আর্য (NIA)	৯০০ খ্রি: - বর্তমান	বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমীয়া	ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening): যুগ্মব্যঞ্জনের একটি লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয় (ধম্ম > ধাম, ভক্ত > ভাত)।

চার্ট ২: মধ্য ভারতীয় আর্য (প্রাকৃত ও পালি)-এর বিভ্রান্তিকর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য (NET পরীক্ষায় প্রায়ই প্রশ্ন আসে কোন প্রাকৃতে কোন ধ্বনি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে)

প্রাকৃতির নাম	শিস্ধ্বনি (শ, ষ, স) পরিবর্তন	র / ল - এর ব্যবহার	যুক্তব্যঞ্জন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
পালি	তিনটি 'স'-এর বদলে কেবল 'স' ব্যবহৃত হয়।	র এবং ল উভয়ই রক্ষিত।	বিসর্গ লোপ পায়, শব্দের শেষে ব্যঞ্জন থাকে না (হসন্ত লোপ)।
প্রাচ্যা (Eastern)	শ, ষ, স > সর্বদা 'স' হয়।	'র' সর্বদা 'ল'-এ পরিণত হয় (রাজা > লাজা)।	অ-কারান্ত শব্দের বিসর্গ 'এ'-কারে পরিণত হয় (জনঃ > জনে)।
মাগধী প্রাকৃত	শ, ষ, স > সর্বদা 'শ' হয় (পুত্তশশ)।	'র' সর্বদা 'ল'-এ পরিণত হয়।	'জ' > 'য়' হয় (জানাতি > য়াণদি)। ক্ষ > শ্ক্ষ/ক্ষ হয় (প্রেক্ষতে > পেক্ষদি)।
শৌরসেনী প্রাকৃত	শ, ষ > 'স' হয়।	সাধারণ নিয়ম।	দুই স্বরের মধ্যবর্তী ত > দ হয় (করোতি > করোদি)। ক্ষ > ক্খ হয় (ইক্ষু > ইক্খু)।
মাহারাজী প্রাকৃত	শ, ষ > 'স' হয়।	সাধারণ নিয়ম।	স্বভক্তি ও লোপ: স্বরমধ্যগত অল্পপ্রাণ বর্ণ লোপ পায় (গতা > গআ) এবং মহাপ্রাণ বর্ণ 'হ' হয় (মুখ > মুহ)।
পৈশাচী প্রাকৃত	শ, ষ > 'স' হয়।	র ও ল রক্ষিত।	উল্টো নিয়ম: ঘোষ ধ্বনি অঘোষ হয় (গগন > গকন, দাম > তাম)। ণ > ন হয়।

চার্ট ৩: বাংলা ভাষার বিবর্তন (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক) (বাংলা ভাষার তিনটি যুগের মধ্যে ব্যাকরণগত পার্থক্যের তুলনামূলক চিত্র)

বৈশিষ্ট্য	প্রাচীন বাংলা (চর্যাপদ)	আদি-মধ্য বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)	অন্ত্য-মধ্য ও আধুনিক বাংলা
কর্তৃকারক	শূন্য বিভক্তি বা 'এ' বিভক্তি দেখা যায়।	কর্তায় 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ বাড়ে, তবে শূন্য বিভক্তিও থাকে।	'এ', 'তে', 'কে' বিভক্তির সুনির্দিষ্ট ব্যবহার।
গৌণ কর্ম / সম্প্রদান	'ক', 'রে' বিভক্তি দেখা যায় (ঠাকুরক)।	'ক', 'কে', 'রে' বিভক্তি (যমুনাক, রাধারে)।	মূলত 'কে' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।
ক্রিয়া কাল (অতীত)	'-ইল' প্রত্যয় যোগে (গেল, ভইল)।	'-ইলা', '-ইলোঁ' (গেলোঁ, ইলাঙ)।	'-লাম', '-লে', '-ল' (করলাম, করলে, করল)।
ভবিষ্যৎ কাল	'-ইব' প্রত্যয় (করিবে > করইব)।	'-ইব' প্রত্যয় (রাখিব, যাইব)।	'-ব', '-বে' (যাব, খাবে)।
ধ্বনি পরিবর্তন	অপিনিহিতির পূর্বাবস্থা।	অপিনিহিতির ব্যাপক ব্যবহার (রাখিয়া > রাইখ্যা)।	অভিশ্রুতি (করিয়া > কইয়া > করে) ও স্বরসংগতি (দেশি > দিশি) প্রধান বৈশিষ্ট্য।

চার্ট ৪: উপভাষা চেনার 'কমন' ও 'পার্থক্যসূচক' বৈশিষ্ট্য (উপভাষা থেকে উদ্ভূতি বা ধ্বনি পরিবর্তন শনাক্ত করার জন্য এই অংশটি খুব গুরুত্বপূর্ণ)

উপভাষা	প্রধান এলাকা	ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্য (Identification Key)	রূপভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য (Identification Key)
রাঢ়ী (আদর্শ চলিত)	কলকাতা, নদীয়া, হাওড়া, বর্ধমান।	অভিশ্রুতি ও স্বরসংগতি (বসিয়া > বসে, বিলাতি > বিলিতি)। ল > ন (লুচি > নুচি)।	অতীত কালে উত্তম পুরুষে '-লুম' (করলুম, গেলুম)। গৌণকর্মে 'কে' বিভক্তি।
বঙ্গালী	ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল।	অপিনিহিতি প্রবল (আজি > আইজ)। এ > অ্যা (দেশ > দ্যাশ)। স/শ > হ (সে > হে)।	অতীত কালে উত্তম পুরুষে '-লাম' (খাইলাম)। ভবিষ্যৎ কালে '-মু' (খামু, যামু)।

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান		হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক।	একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখিনি আমি।	হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান	১৯৬৯, মার্চ (১৩৭৫, ফাল্গুন)	➤
যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো	দেশ ১ সেপ্ট. ১৯৭৯	ভাবছি, ঘুরে দাঁড়ানোই ভাল/ এত কালো মেখেছি দু-হাতে/ এতোকাল ধরে।	কিন্তু, এখনই যাব না/ তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো/ একাকী যাবো না অসময়ে।।	যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো	১৯৮২, মার্চ	➤ ছন্দ : গদ্যছন্দ। মৃত্যুর আহ্বান ও জীবনের মায়া (সন্তান)।
কবিতা সিংহের কবিতা						
রাজেশ্বরী নাগমণিকে নিবেদিত		আজীবন লজ্জা ঢেকে দেবে বলে তার সেই একান্ত পুরুষ	যার নাম হস্তারক, যার নাম হিংস্র পুরুষ।।	হরিণা বৈরী	১৯৮৩	➤ নারী হত্যা ও পুরুষের লোলুপতার প্রতিবাদ।
প্রেম তুমি		প্রেম, তুমি তাঁহাকে চেননি,/সে বিশ্ব যে তোমারি/ তুমি / ফিরে তাকালে না।	তোমার অগ্নির জন্য বসে থাকা তাহার নিয়তি।	হরিণা বৈরী	১৯৮৩	➤
আন্তিগোনে		একটি সতেরো বছরের মেয়ের পায়ের তলায়	আর একমাত্র সেই ইডিপাসই/জন্মদিনের দিতে জানে তোকে, তোকে আন্তিগোনে!	হরিণা বৈরী	১৯৮৩	➤ মিথের আধুনিকায়ন ও নারীর প্রতিবাদী সত্তা।
গর্জন সত্তর		পিস্তল ধ্বনিত করল তাদের ছুট	সেইসব মুখ, সরল কোমল রেখা হীন গর্জন সত্তর।	হরিণা বৈরী	১৯৮৩	➤ সত্তর দশকের উত্তাল রাজনীতি ও নারীপণ্যকরণের বিরুদ্ধতা।
হরিণা বৈরী		অঘোর গৈরী পথ বৈরাগিনী	একলা নিলয় খোঁজে কোথা রে হরিণ?	হরিণা বৈরী	১৯৮৩	➤ নারীর শরীর ও কামনার দ্বন্দ্ব।

ইউনিট - ৪: নকশা ও উপন্যাস

ক্রম	উপন্যাস ও প্রকাশকাল	প্রকাশকাল ও পত্রিকা	সংক্ষিপ্ত কাহিনি (সারসংক্ষেপ)	সূচনা (S) ও সমাপ্তি (E)	চরিত্র ও বিশেষ তথ্য (মনে রাখার মতো)
১	হতোম প্যাঁচার নকশা*(কালীপ্রসন্ন সিংহ) উৎ: মুলুকচাঁদ শর্মা (বিদ্যাসাগর)	প্রথম ভাগ: ১৮৬২ খ্রি. দ্বিতীয় ভাগ: ১৮৬৩ খ্রি. (অনুমান) একত্রে: ১৮৬৪ খ্রি. নকশা: 'চড়ক' (১৮৬১) ২ টি ভাগ ১ - ২৮, ২ - ৪	১৯ শতকের কলকাতার বাবু কালচার, চড়ক-পার্বণ, হুজুক এবং ধর্মীয় ভগ্নমির ব্যঙ্গাত্মক চিত্র। প্রথম ভাগে চড়ক ও বারোয়ারি পুজোর বাড়াবাড়ি এবং দ্বিতীয় ভাগে রথ ও দুর্গোৎসবের জাঁকজমক বর্ণিত হয়েছে। এখানে কোনো নির্দিষ্ট নায়ক নেই, 'কলকাতা শহর'ই আসল নায়ক।	S: কহই টুনোয়া- সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি - টুনোয়ার টপ্পা। E: পরে দুর্গাবাড়ীর বানরের উৎপাতে এবং যাত্রাওয়ালাদের কৃপাতে বাবাজীদের দুর্দশার কত দূর শেষ হলো, সে কথা আর আমরা অধিক লিখিতে পারিলাম না।	চরিত্র: হতোম (কথক), পদ্মলোচন (হঠাৎ অবতার), প্যালানাথ বাবু, জাস্টিস ওয়েলস। ভাষা: হতোমী বাংলা (কথ্যরীতির প্রথম সার্থক প্রয়োগ)। বিশেষ: ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এর জবাবে লিখেছিলেন 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'।
২	বিষবৃক্ষ*(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) উৎ: জগদীশনাথ রায়	প্রকাশকাল: ১৮৭৩ (১ জুন) পত্রিকা: বঙ্গদর্শন (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) ১ জুন, ১৮৭৩ পরিচ্ছেদ: ৫০টি	নগেন্দ্র দত্ত অনাথিনী কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয় দেন। সূর্যমুখী কুন্দকে তারাচরণের সাথে বিয়ে দেন। তারাচরণের মৃত্যু হলে বিধবা কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের মোহ (বিষবৃক্ষ) জন্মায়। সূর্যমুখী স্বামীর সুখের জন্য নগেন্দ্র-কুন্দের বিয়ে দিয়ে গৃহত্যাগ করেন। শেষে অনুশোচনায় নগেন্দ্র	S: 'নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহনে যাইতেছিলেন' E: 'ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে'	চরিত্র: নগেন্দ্র, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, হীরা (দাসী), দেবেন্দ্র (লম্পট), কমলমণি। পরিচ্ছেদ: ৫০টি। উক্তি: "ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"

লেখক	গল্প	প্রকাশ	গল্পগ্রন্থ
	কানাকড়ি		
লীলা মজুমদার	পদিপিসির বর্মিবাক্স		১ম প্রকাশ : সিগনেট প্রেস, শ্রাবন ১৩৬০ ১ম লালমাটি সং: নববর্ষ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ/ ২০০৭, ১৫ এপ্রিল। প্রকাশক- নিমাই গরাই
	পেশাবদল		
মহাশ্বেতা দেবী	দ্রৌপদী	শারদীয়া পরিচয় পত্রিকা, ১৯৭৭	অগ্নিগর্ভ
	জাতুধান		বেহুলা, ১৯৭৮ খ্রি:
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প		১৯৭৮ খ্রি:
	পাখির মা		
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	বাদশা		
	গোম্ব		

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গল্প: কুড়ানো মেয়ে

তথ্য বিভাগ	বিবরণ
সাধারণ তথ্য	রচয়িতা: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম প্রকাশ: 'ভারতী' পত্রিকা, আষাঢ় ১৩০৬ বঙ্গাব্দ উৎস গ্রন্থ: 'নবকথা' (১৮৯৯ খ্রি:)
কাহিনি সংক্ষেপ	পরিচ্ছেদের নাম- বেহাই বাড়ি, কার্যোদ্ধার, বুড়াবর, একখানি পত্র। কৃপণ ব্রাহ্মণ সীতানাথ মুখুজ্যে পুত্রবধূর মৃত্যুর পর গহনা ফেরত আনতে গিয়ে নৌকাডুবির কবলে পড়েন। অলঙ্কার চুরির দায়ে এবং উদ্ধারের শর্তে তাকে বা তার ছেলেকে এক অজ্ঞাতকুলশীল মেয়েকে বিয়ে করতে বলা হয়। শেষে জানা যায় মেয়েটি তাঁরই হারিয়ে যাওয়া শ্যালিকা।
চরিত্রের ডেটাবেস	সীতানাথ মুখুজ্যে: নবগ্রামের কৃপণ ব্রাহ্মণ। অন্নদাচরণ: সীতানাথের ছোট ছেলে, কবি। হৃষীকেশ: বেহাই (মতিগঞ্জ)। ভূধর চাটুয্যে: চন্দ্রবাটীর লোক, যে মেয়েটিকে কুড়িয়ে পায়।
ভৌগোলিক তথ্য	স্থান: মতিগঞ্জ (বেহাই বাড়ি), নবগ্রাম (নিজ বাড়ি), চন্দ্রবাটা (ভূধরের গ্রাম)। নদী: গঙ্গা (ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে)।
পাঠ্যভিত্তিক সূক্ষ্ম তথ্য	তারিখ: বিয়ে ঠিক হয় ২০শে শ্রাবণ, চিঠি লেখার তারিখ ২৭শে শ্রাবণ। বই: অন্নদাচরণের লেখা কাব্য 'ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাক্র'। টাকা: অলঙ্কারের মূল্য ২০০০ টাকা। মাঝিদের প্রথমে সিকি, পরে ৮ পয়সা ও ৪ পয়সা দিয়েছিলেন।
ঘটনার ক্রম	১. মতিগঞ্জে বেহাই বাড়ি গমন > ২. অলঙ্কার আদায় ও অভিশাপ > ৩. ফেরার পথে নৌকাডুবি > ৪. ভূধরের শর্ত ও বিয়ের আয়োজন > ৫. অন্নদার চিঠি ও পরিচয় উন্মোচন।

গল্প: বিবাহের বিজ্ঞাপন

তথ্য বিভাগ	বিবরণ
সাধারণ তথ্য	রচয়িতা: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম প্রকাশ: 'প্রবাসী' পত্রিকা, বৈশাখ ১৩১২ বঙ্গাব্দ উৎস গ্রন্থ: 'দেশী ও বিলাতি' (১৯০৬)
কাহিনি সংক্ষেপ	বিবাহিত যুবক রাম আওতার খবরের কাগজে বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে কাশীতে যায়। সেখানে দুই গুপ্তা তাকে মেয়ে দেখানোর নাম করে সিদ্ধি ও ধুতুরা খাইয়ে সর্বস্ব লুটে নেয় এবং সন্ন্যাসী সাজিয়ে রাস্তায় ফেলে রেখে যায়।
চরিত্রের ডেটাবেস	রাম আওতার: গাজীপুরের লালাজাতীয় যুবক (২২ বছর)। মহাদেও মিশ্র: কাশীর গুপ্তা (মুরলীধর সাজে)। কান্দিয়ালাল: সাকরেন্দ (কিশুণপ্রসাদ সাজে)।
ভৌগোলিক তথ্য	স্থান: গাজীপুর (মহল্লা গোরাবাজার) এবং কাশী (কেদারঘাট, মানমন্দির)। রেল স্টেশন: রাজঘাট স্টেশন।

নাটক	উৎসর্গ / অঙ্ক-দৃশ্য	রচনাকাল	প্রথম অভিনয়	গ্রন্থকারে/ পত্রিকায় প্রকাশ	চরিত্র	গান
চাঁদ বণিকের পালা শম্ভু মিত্র	উৎসর্গ – বুলবুলকে। নাটকটি ৩ টি পর্বে বিভক্ত।			মাঘ, ১৩৮৪	চাঁদ বণিক, বল্লাভাচার্য, বেনি নন্দন, সনকা, লক্ষ্মীন্দর, বেহুলা, করালি চরণ, শিবদাস, নরহরি, ভবদেব, ভাস্কর, বনমালী, নেড়া, সুয়া, ভৈরব, নেতা ধোপানী প্রমুখ।	
তিনের তলোয়ার উৎপল দত্ত	দৃশ্য – ৭ টি	১৯৭১ সাল	পিপলস লিটল থিয়েটার কর্তৃক, রবীন্দ্রসদনে – ১২ আগস্ট ১৯৭১ সালে প্রথম অভিনীত হয়।	জুন, ১৯৭৩ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়।	বীরকৃষ্ণদাঁ, ময়না, বসুন্ধরা, কামিনী, বেণীমাধব, মরুর, হরবল্লভ, জলদ, গোবর, নটোবর, প্রিয়নাথ, নদের চাঁদ, ল্যাম্বাট প্রমুখ	গান – ১০ টি স্থান – ১৮৭৬ এর মোকাম কলিকাতা – চিৎপুর, বৌবাজার এবং শোভাবাজার নাট্যশালা।
বাকি ইতিহাস বালদেব সুবরূপ	নাটকে ৩ টি অঙ্ক, কোনো দৃশ্য বিভাগ নেই।	১৯৬৫ সাল, এনুণ্ড নাইজেরিয়া।	৭ মে ১৯৬৭ নিউ এম্পায়ার মঞ্চ। প্রযোজনা – বহুরূপী নাট্যদল	বহুরূপী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ গ্রন্থকারে – নাট্য সংকলন, বাউলমন প্রকাশন, ২০০১।	শরদিন্দু নাগ, বাসন্তী, সীতানাথ, কনা, বুদ্ধ (কনার পিতা), তিন বন্ধ – বাসুদেব-নিখিল- বিজয়, বেলিক, বিধুভূষণ, বনোয়ারিলাল, গৌরী, পার্বতী।	
সিংহাসনের ক্ষয়রোগ মোহিত সত্যেন্দ্রনাথ	অঙ্ক বিভাগ নেই। দৃশ্য – ৩ টি।			১৯৬৭ সাল	জীবনলাল, চিত্রলেখা, দুর্গশাসক, সৈন্যধ্যক্ষ, পল্লীসেবক, বার্তা-অধিকর্তা, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, রানী।	নাটকটির শুরু – সকাল ১০ টায়। স্থান – একটি প্রাচীন দুর্গের কক্ষে।

১. মধুসূদন দত্ত - একেই কি বলে সভ্যতা

তথ্য বিভাগ	বিবরণ
প্রকাশনা ও উৎস	প্রকাশকাল: ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ (১২৬৬ বঙ্গাব্দ)। উৎসর্গ: নেই (পাইকপাড়ার রাজাদের ব্যয়ে মুদ্রিত)। প্রথম অভিনয়: ১৮৬৫, শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল সোসাইটি।
অঙ্ক ও দৃশ্য বিন্যাস	মোট অঙ্ক: ২টি। ১ম অঙ্ক: ২য় গর্তাঙ্ক। ২য় অঙ্ক: ২য় গর্তাঙ্ক। মোট দৃশ্য: ৪টি।
চরিত্রের তালিকা	প্রধান: নবকুমার (নব বাবু), কালীনাথ (বন্ধু), কর্তা মহাশয়, গিল্লি, হরকামিনী (স্ত্রী)। গৌণ: বাবাজী, নিতম্বিনী ও পয়োধরী (বারবিলাসিনী), বলাই, শিবু, মহেশ (জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সদস্য)। নেপথ্য/উল্লেখিত: কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ (কালীর কাল্পনিক খুড়ো), রাম রণচম্পতি (অধ্যাপক)।
পাঠ্যভিত্তিক সূক্ষ্ম তথ্য	প্রথম সংলাপ: কালীনাথ – "বল কি?" শেষ সংলাপ: হরকামিনী – "মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? – একেই কি বলে সভ্যতা?"
সংক্ষিপ্ত কাহিনি	নবকুমার ও তার বন্ধুরা 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র নামে মদ্যপান ও নারীসঙ্গ করে। নবকুমার পিতাকে মিথ্যা বলে। কর্তা বাবাজীকে সত্য অনুসন্ধানে পাঠান। বাবাজী অপদস্থ হন। শেষে মদ্যপ নবকুমার স্ত্রীকে বারবিলাসিনী ভেবে অপমান করে এবং কর্তা তাদের বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
গান ও রাগ	গান: "এখন কি আর নাগর তোমার / আমার পুতি, তেমন আছে।" গায়িকা: পয়োধরী। রাগিণী: শঙ্করা। তাল: খেমটা। স্থান: ২য় অঙ্ক, ১ম গর্তাঙ্ক (সভা)।
স্থান ও সময়	স্থান: নবকুমার বাবুর গৃহ, সিকদার পাড়া স্ট্রীট, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা। সময়: উনিশ শতকের মধ্যভাগ।
বিখ্যাত সংলাপ	১. "এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্বে এল?" – কালীনাথ। ২. "সে রাবণও নাই, সে সোণার লক্ষাও নাই" – নবকুমার। ৩. "শালা কি হিপোক্রিট!" – কালীনাথ (বাবাজী সম্পর্কে)। ৪. "জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা ফর এভার" – কালীনাথ। ৫. "একটা ওল্ড ফুল ছিল বটে" – কালীনাথ (তার খুড়ো সম্পর্কে)।
ঘটনার কালানুক্রম	১. নব ও কালীর কর্তাকে মিথ্যা বলে সভার অনুমতি নেওয়া > ২. বাবাজীর সিকদার পাড়া স্ট্রীটে গমন ও অপদস্থ হওয়া > ৩. সারজন কর্তৃক বাবাজীর ৪ টাকা কেড়ে নেওয়া > ৪. পয়োধরীর গান ও নবকুমারের বক্তৃতা > ৫. মদ্যপ নবকুমারের স্ত্রীকে অপমান ও বৃন্দাবন যাত্রার সিদ্ধান্ত।